ভূগোল ও রাজনীতি

শ্বেতা সিনহা, স্বাধীন গবেষক এবং ফ্রিল্যান্স লেখক

ডঃ কথাকলি বন্দোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

রাজনৈতিক ভূগোলের মূল খুঁজে পাওয়া যায় সপ্তামদশ শতাব্দীতে। মানবীয় ভূগোলের একেবারে সাম্প্রতিক কালে সংযোজিত নতুন একটি শাখা হল রাজনৈতিক ভূগোল। ভূগোলবিদ ইমানুয়েল কানট কে রাজনৈতিক ভূগোলের অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে মনে করা হয়। রাজনৈতিক ভূগোল রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত এলাকাগুলির সাথে সম্পর্কিত। অনেক গবেষক রাজনৈতিক ভূগোল বলতে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পরিবেশের সাথে যুক্ত মানুষ এবং সেই সব মানুষের কর্মকান্ডের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গবেষণামূলক আলোচনার বা অধ্যায়নকে বুঝিয়েছেন। আবার অনেক মানুষ রাজনৈতিক এলাকার অধ্যায়নকে রাজনৈতিক ভূগোল বলেছেন। ১৯১২ সালে আমেরিকায় BOWMAN এর THE NEW WORLD-এ রাজনৈতিক ভূগোলের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐতিহ্যগত ভাবে ভৌগোলিক দর্শনকে প্রতিফলিত করার প্রবণতা রাখা হয়। বিভিন্ন রকম ভৌগোলিক দৃষ্টান্ত এবং ঐতিহ্য যেমন পরিবেশবাদী ঐতিহ্য, সম্ভবনাবাদী ঐতিহ্য,আঞ্চলিক ঐতিহ্য,বিশেষবাদ ঐতিহ্য এবং মার্কসীয় ঐতিহ্য। এই সমস্ত রকম ঐতিহ্যগুলি জ্ঞানতাতিক ভাবে একে অপরের বিরোধী বলে মনে হয় এবং এটি অগত্যা রাজনৈতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের দ্বৈতবাদ তৈরি হয়ে থাকে।বিজ্ঞান রূপে রাজনৈতিক ভূগোলের কোন তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা নেই। রাজনৈতিক ভাবে ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্রে কোনও সুস্পষ্ট ভিত্তি প্রদান করা যায় নি।

রাজনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুকে প্রধানত ৩ ভাগে এবং ৬ উপবিভাগে ভাগ বা বিভক্ত করে থাকেন রাজনৈতিক ভূগোলবিদ হাটশোন।সেইগুলি হল-

- রাষ্ট্রের বর্ণনামূলক বিশ্লেষন
- বর্তমান অঞ্চলের বিশ্লেষণাতক check বর্ণনা
- বর্তমান নির্দিষ্ট রাজ্যসীমা নির্ধারণ এবং সমস্যা

রাজনৈতিক ভূগোলের প্রধান কিছু বিষয়ের উপর বেশি নজর দিয়ে থাকে। যেমন-

- ব্যাবসা ও বাণিজ্য
- জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ও সচেতনতা
- জনসমাজের সামাজিক সঙ্গতিপূণ সম্পর্ক
- মানুষের কল্যাণকর কাজের জন্য রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা

Society Language and Culture

- রাষ্ট্র ও জাতির ভৌগোলিক সমাপতন
- জোট রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিন্যাস

জৈবিক পরিবর্তন এবং ভূ-রাজনীতি উভয় ধারণা যা বিভিন্ন ধরনের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা বোঝায়। বৈজ্ঞানিক আলোচনা, কথোপকথন, বক্তৃতা যে জ্ঞানাজন আনতে পারে তা এই ধরণের অস্পষ্টতা এবং ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়। বৈশ্বিক পরিবর্তন অন্যদের কাছে প্রাথমিকভাবে মানুষের গতিশীলতার আমূল বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে, মানুষের নিজেদের গতিশীলতা, তাদের পণ্য এবং খারাপ ??? (যেমন: যুদ্ধের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি)। তাদের প্রতীক (যেমন: অর্থ, সম্পত্তি, সম্পদ) এবং সামাজিক জীবনের জন্য এই বর্ধিত অস্থিরতার প্রভাব এবং সামাজিক শৃঙখলার প্রধান আনুষ্ঠানিক নীতি এইসব দিকগুলির বিশ্বের কোণে কোণে মানব উন্নয়নের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি কার্যকলাপকে নিহিত রয়েছে।

অতীতে আঞ্চলিক রাজ্যগুলির দ্রুত পতন এবং পরিবর্তনশীল আকারের রাজনৈতিক সত্ত্বাগুলির উত্থানের সাথে সাথে সীমান্তগুলির একটি দ্রুত অন্তধান এবং সীমানাগুলির উপস্থিতি ঘটেছিল যা তাদের প্রতিস্থাপিত protistaponer কারণ তাদের ছাড়া বর্তমান ব্যবস্থার রাজ্য গুলি একটি বিশৃঙ্খলা অবস্থায় হ্রাস পেতে পারে কারণ একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কোথায় শেষ হয়েছিল এবং অন্যটি শুরু হয়েছিল তা জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি কখনোই।

সীমান্ত এমন একটি এলাকাকে মনোনীত করেছে যা একটি সম্পূর্ণ অংশ।বিশেষ করে যে অংশটি পশ্চিমাঞ্চলের সামনে ছিল। আভ্যন্তরীণভাবে, 'সীমান্ত' শব্দটি "সভ্যতার বশাcheck " নিদের্শক। সীমান্ত কোন আইনি বা রাজনৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তির ধারণা নয়,এটি মূলত একটি প্রাকৃতিক/ সামাজিক ধারণা। বহু যুগ আগে অর্থাৎ প্রাচীন যুগে এবং পরিবর্তীকালেও সীমান্তটি বসবাসকারী বিশ্বের প্রান্তে ছিল. যাযাবর জাতি সমাজের বিপরীতে কৃষি সমাজেরও একটি সীমান্ত ছিল। সীমান্ত প্রকালভেদ check অনুযায়ী ৪টি ধরনের ছিল।

ক)প্রাকৃতিক বা ভৌত সীমান্ত

খ)জাতিগত বা নৃ-ভৌগোলিক সীমান্ত

গ)জ্যামিতিক সীমান্ত

ঘ)রাজনৈতিক সীমান্ত

বৃহত্তর,প্রশস্ত,দুর্গম বা অতিথিহীন অঞ্চল যেখানে একেবারেই কোনো মানবিক ঘনত্ব নেই,জনশূন্য পরিবেশ,সেই সমস্ত এলাকায় 'প্রাকৃতিক সীমান্ত' গঠনের প্রবণতা দেখা যায়।এছাড়াও আঞ্চলিক রাজ্যগুলির সীমার মধ্যে মরুভূমি,পার্বত্য অঞ্চল,নদীর অববাহিকাগুলির বিস্তৃত জলাভূমি এবং বনাঞ্চল,যেগুলি ভৌগোলিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে একীভূত ছিল না।মধ্য এশিয়ার মধ্যে একটি বিশাল প্রাকৃতিক বা ভৌত সীমান্ত বিদ্যমান ছিল। অতীতকালে সমস্ত সীমান্ত হিসাবে আবির্ভাব হয়েছিল।

Society Language and Culture

জাতীয় এবং ভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সীমানা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সীমা চিহ্নিত করে।সীমানার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা আরও ঘনীভূত হয়েছে এবং মানুষের বসতি আরও প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে, সরকারের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এটি আরও নিভুলতার check সাথে সীমানার যে সমস্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগই ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। ৪টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে কোন অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করা হয়।এই চারটি অধ্যায় হল-

ক)স্থান নির্দেশক

খ)সীমা নির্দেশকরণ

গ)সীমা চিহ্নিতকরণ

ঘ)প্রশাসন

নদী, মহাসমুদ্র এবং হ্রদ দ্বারা সীমানা চিহ্নিতকরণ করা হয়ে থাকে।অন্যদিকে নদীর পাড় বরাবর, পরিবহন যোগ্য নয় এমন নদী মধ্যরেখা বরাবর,পরিবহন যোগ্য নদীর কেন্দ্রীয় রেখা বরাবর ????করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।যে কোন সীমানা প্রাকৃতিতে বা নিজেতেই অবস্থিত হয় না।এটি সর্বদা মানুষের কাছে তার অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে।প্রতিযোগিতামূলক এবঃ অ-প্রতিযোগিতামূলক প্রাঙ্গনে সীমানা স্থানীয় আঞ্চলিক এবং মানবিক উপাদানগুলিকে নির্বিশেষে মূল রাষ্ট্রগুলির স্বেচ্ছাচারী কর্মের মাধ্যমে বিকশিত হয়।একটি আধুনিক সীমানার অন্যতম প্রধান কাজ হল আনুগত্য তৈরি করা এবং জনগণের উপর দায়িত্ব পালন করা এবং আভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক বিচ্ছিন্নতা এবং ব্যক্তিত্বের জন্য সীমাবদ্ধতা।এই ধরণের কাজকর্মকে রাজনৈতিক সনাক্তকরণের একটি প্রভাবশালী লক্ষ হিসাবে কাজ করে এবং একই সাথে জনগণের প্রতি অনুগত সম্পর্ক প্রতাশা এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ গুলিকে একটি নতুন কেন্দ্রের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।সীমানা আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের বিভাজক হিসাবে কাজ করে। এটি একটি রাজনৈতিক সৃষ্টি তাই একটি অবশ্যই কেন্দ্রীভূত শক্তি হিসাবে কাজ করতে হবে,যা রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রতিফলিত করে।

নির্বাচনী ভূগোল

বৈদ্যুতিক বা নির্বাচনী ভূগোল হল সংগঠনের ভৌগোলিক দিক আচরণ এবং নির্বাচনের ফলাফলের অধ্যয়ন।অন্যদিক থেকে এটি স্থানিক ভোটাদানের ধারণার বা আচরণ বা ভোটের রাজনৈতিক ঘটনাগুলির স্থানিক বন্টনের অধ্যায়ন।রাজনৈতিক ভূগোলবিদদের কাজ হল ভোটের সিদ্ধান্ত স্থান পরিবর্তন করা।রাজনৈতিক ভূগোলে নির্বাচনী ভূগোলের ভূমিকা সম্পর্কের ধারণাগুলির ভূগোলবিদদের কাছে ইঙ্গিত করে যে এটি "রাজনৈতিক ভূগোলের একেবারেই মূল উপাদান"।রাষ্ট্রের নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভূগোল নিরাপদে সাংবিধানিক প্রাঙ্গনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয় না।প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অধ্যায়নের লক্ষ্য বিবেচনাধীন বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া সম্ভব হয় না।

Society Language and Culture

নির্বাচনী ভূগোলের মধ্যে অধ্যায়নের পাচঁটি প্রধান ক্ষেএ রয়েছে:-

ক) নির্বাচনের স্থানিক সংস্থা,বিশেষ করে নির্বাচনী এলাকা

খ)ভোটাদানের ধারণের স্থানিক তারতম্য এবং অন্যান্য জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক,বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে সামাজিক শ্রেণী।

গ)প্রতিনিধিত্বের স্থানিক ধরণ যা সংসদ বা অনুরূপ সংস্থার আসনগুলিতে ভোটের অনুবাদের ফলে হয়।

ঘ)ভোটের সিদ্ধান্তে পরিবেশ ও স্থানিক কারণের প্রভাব।

ঙ) ক্ষমতা এবং নীতি বাস্তবায়নে স্থানিক বৈচিত্র যা প্রতিনিধিত্বের ধরনকে প্রতিফলিত করে।

গত দুই দশক ধরে নির্বাচনী ভূগোল নিয়ে শতাধিকের ওপর গবেষণা হয়েছে,এতটাই যে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে রাজনৈতিক ভূগোলের সাধারণ চাহিদার সাথে সম্পর্কিত প্রবৃদ্ধি অসামঞ্জস্যপূন।ফরাসি ভূগোলবিদ **এ সিগফ্রিড ১৯১৩** সালে তৈরি করেছিলেন, TABLEAU POLIQUE DE LA FRANCE DE LOUESTE- এই নামক বইটি প্রকাশিত হয়।এটি নির্বাচনী ভূগোলের অধ্যায়নের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।এরপর বিভিন্ন সালে বা বছরে বিভিন্ন সময়ে ভোটাদানের বিষয়ের বিভিন্ন রকম সমিতি।পত্রিকা,মানচিত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।১৮৮৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে নির্বাচনের উপর পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কের বিভিন্ন রকমের ধারণা দিয়ে থাকে।

অংশগ্রহণের ভূগোল

ভোটারদের অংশগ্রহণ হল এবং রাজনৈতিক দলগুলির জয়ী আসনগুলির তুলনায় ফলাফলগুলির মাধ্যমের আউটপুট গঠন করে।প্রকৃতপক্ষে এটি নির্বাচনের সূচনা।জনগণ অংশগ্রহণ না করলে কোন নির্বাচনই অর্থবহ নয়।রাজ্যে ভোটারদের অংশগ্রহণে যথেষ্ট স্থানিক তারতম্য রয়েছে।কিছু নির্বাচনী এলাকায় এটি অনেক বেশি হতে পারে এবং অন্যগুলিতে খুব কম। এমনকি একটি নির্বাচনী এলাকার মধ্যেও ভোটারদের স্থানিক পরিবর্তন দেখা যায়।নির্বাচনী ভূগোলের সংশোধিত মডেল,মাধ্যমের দ্বারা এগুলির প্রকাশিত করা হয়।

Society Language and Culture